মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া

কামাল হোসাইন

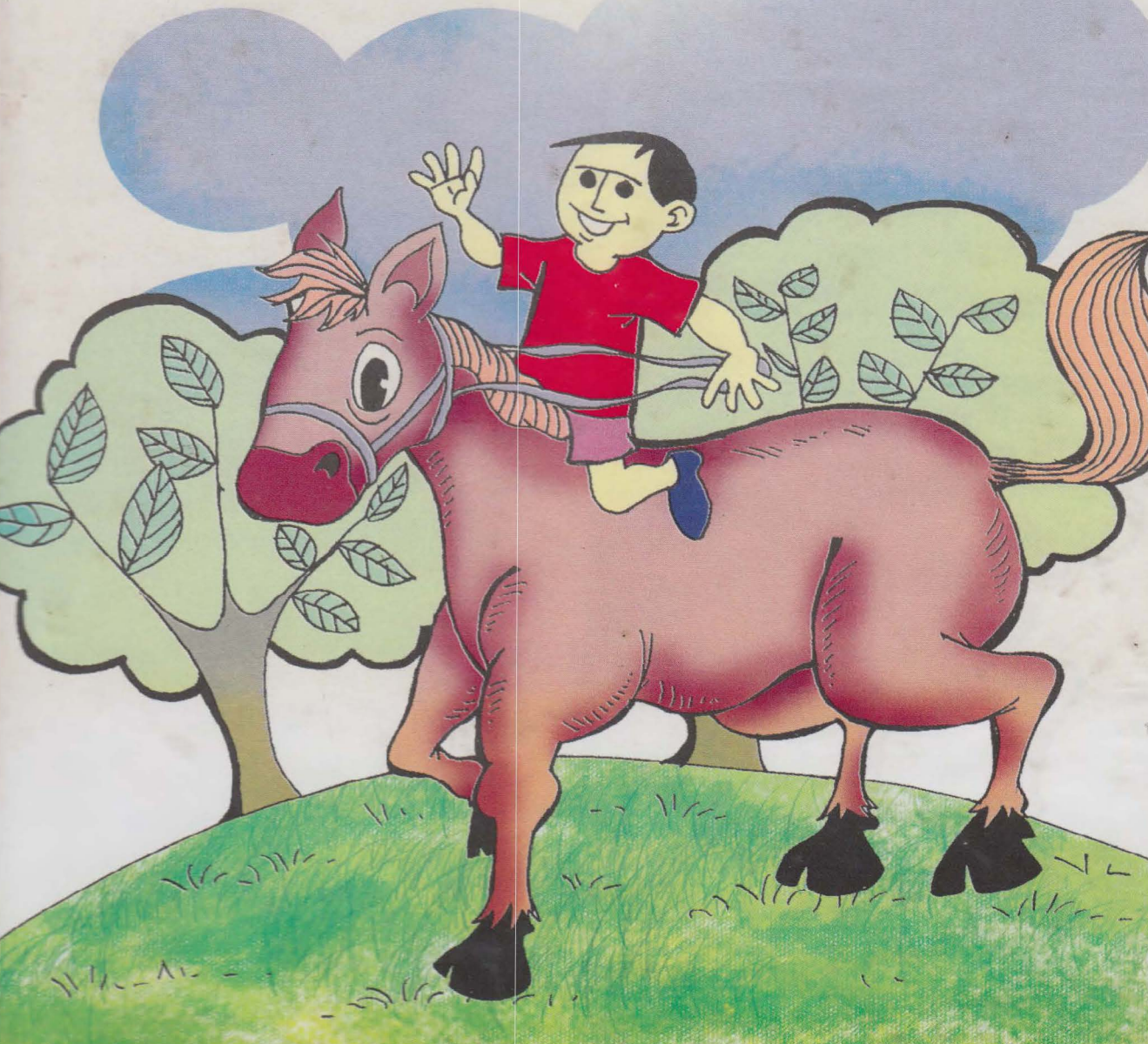

মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া

কামাল হোসাইন

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

www.amarboi.org

মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া

কামাল হোসাইন

প্রকাশক

এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিসঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩
ঢাকা অফিসঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল

একুশে বই মেলা ২০০৭

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

রকি

অংকন

খলিল রহমান

ডিজাইন

ডিজাইন বাজার
৪৮ এ-বি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার, ঢাকা-১০০০
ফোন-৭১৭১৯৭৫

দাম ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

MON HOYJAY TATTU GHORA by Kamal Hossain
Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication)
Bangladesh Co-operative Book Society Limited
125 Motijheel C/A, Dhaka.

Price: TK. 70.00, US$. 3.00, ISBN-984-493-[illegible]

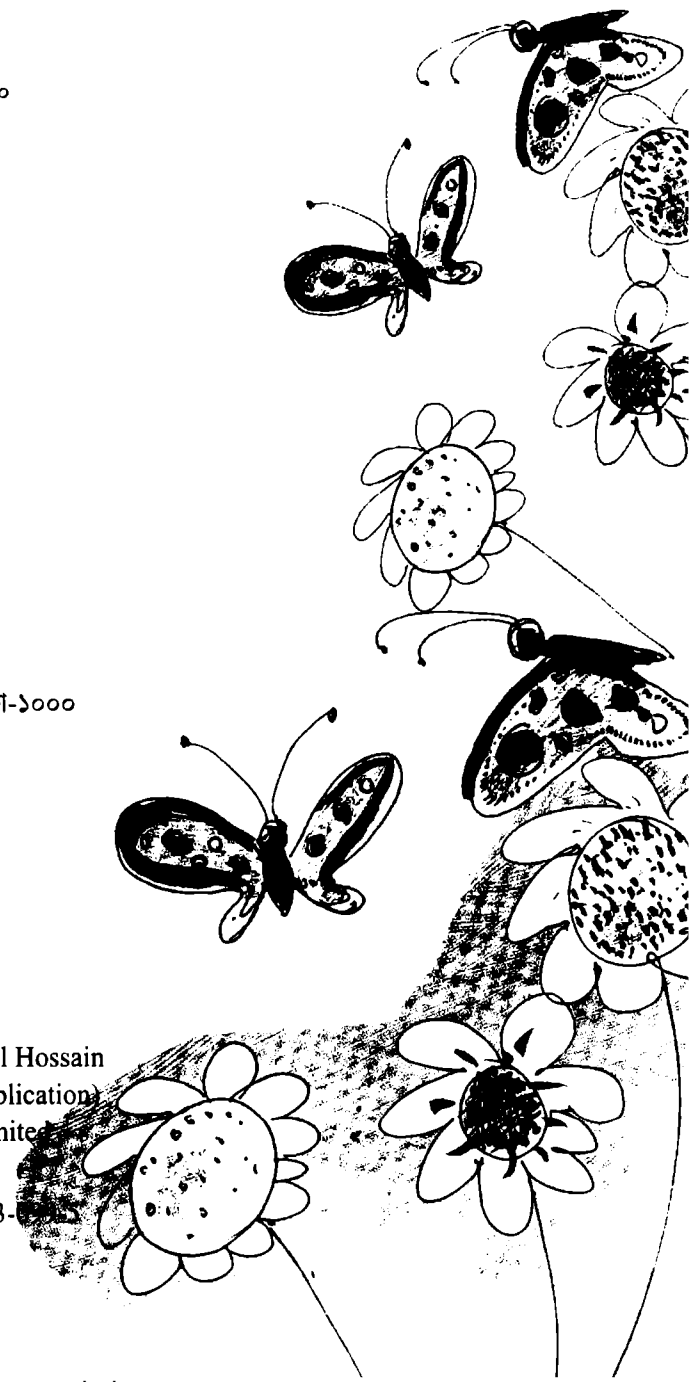

www.amarboi.org

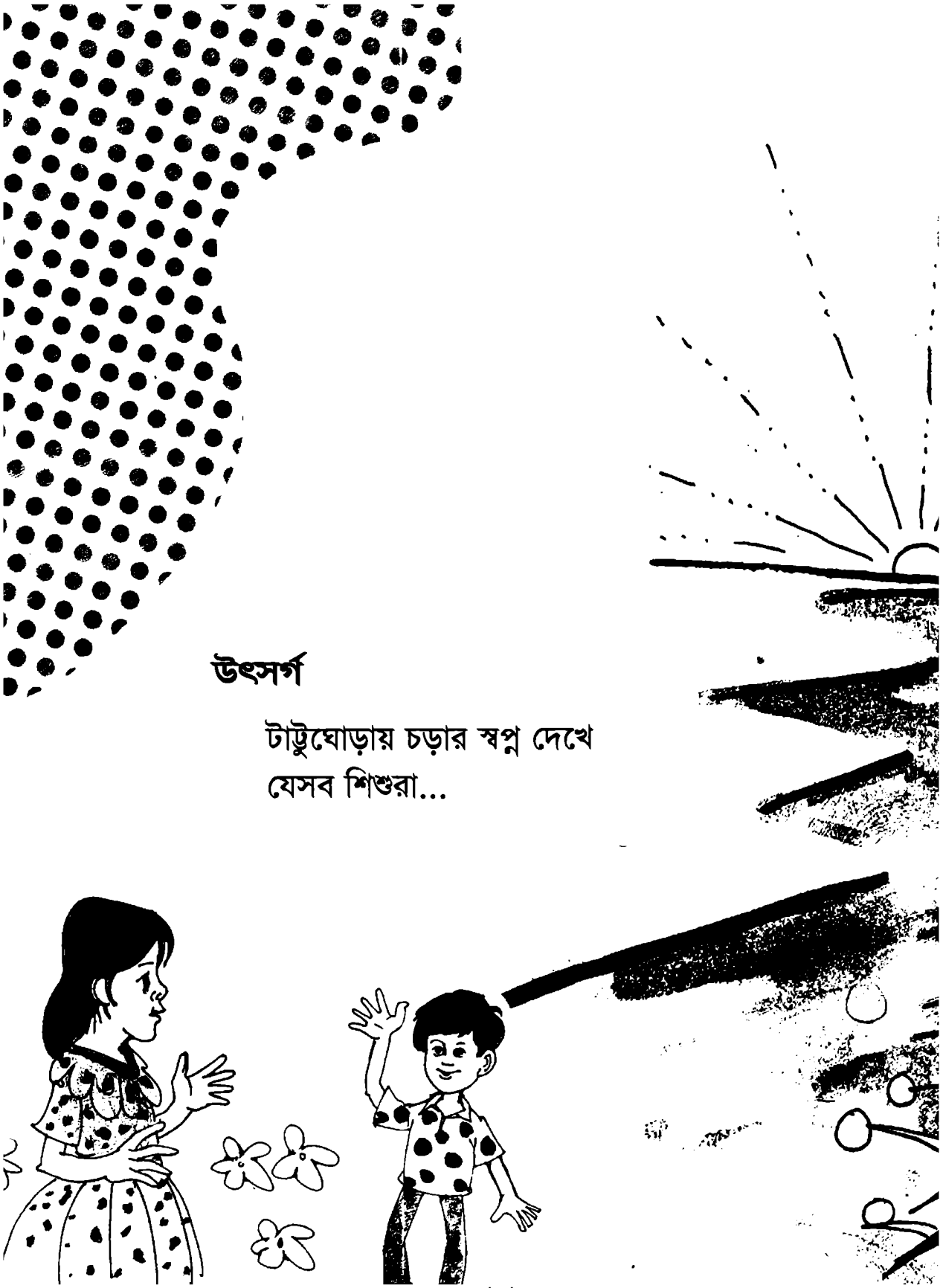

উৎসর্গ

টাট্টুঘোড়ায় চড়ার স্বপ্ন দেখে
যেসব শিশুরা...

www.amarboi.org

কবিতাসূচি

মায়ের বাঁধন ০৫
আমাদের পরিবেশ ০৬
শীতের চিঠি ০৭
স্বাধীনতা নিয়ে ০৮
তোমার দানে ০৯
মনটা দোলে রঙিন হাওয়ায় ১০
ঢাকাই কড়চা ১১
মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া ১২
রাতুলের কাছে চিঠি ১৩
মন মোর মেঘের সঙ্গী ১৪
সবুজের গাঁ ১৫
মায়ের মতো দেশ ১৬
ছেলেবেলার নদী ১৭
কেমন করে ১৮
তিন পুতুলের ছড়া ১৯
সকাল বেলার পাখি ২০
ভাল্লাগে না ২১
মেঘের স্বজন ২২
রুম্মান আর জুঁই ২৩
বাংলা প্রাণের সুর ২৪
বৃষ্টি ২৫
দূর আকাশের তারা ২৬
ভাগ্নে এবং মামা ২৭
বই এবং বই ২৮
ঈদ ভাবনা ২৯
দুষ্টু দুটো ভাই ৩০
জন্মদিনের খুশিতে ৩১
পাখি ও নদী ৩২

www.amarboi.org

মায়ের বাঁধন

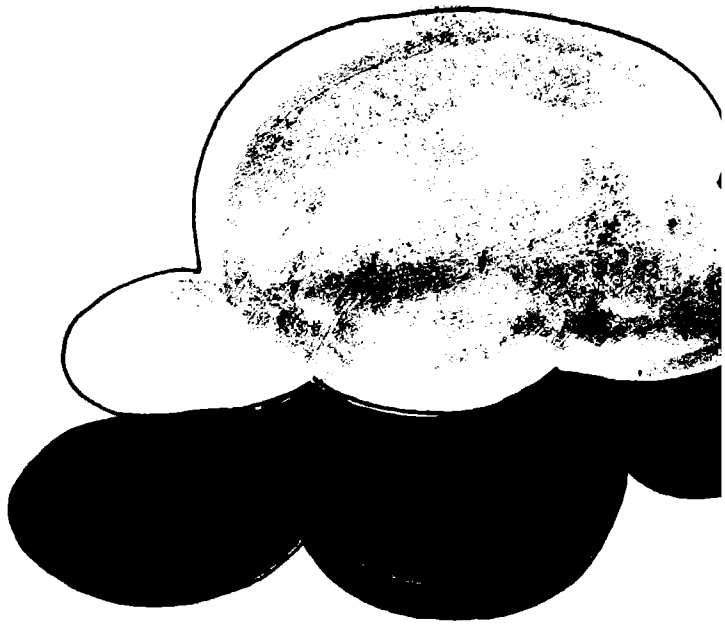

এই দেশ মা আমার
তাকে মায়ের সাথেই করি তুলনা;
ফুল পাখি ডেকে কয়
এই মাকে কক্ষনো ভুলো না।

এই মাটি জলে গড়া
শরীরের শোণিতের ধারাটুক;
মায়ের আশীর্বাদে
পাও তুমি প্রাণভরে এতো সুখ।

তোমার বুকের মাঝে
সুরে সুরে বেজে ওঠে কার গান?
কান পেতে শুনে দ্যাখো
রিনিঝিনি বাজে ওটা মা'র গান।

তাইতো মায়ের কাছে
ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে রোজ যাই;
মায়ের বাঁধন আছে
আমার এই অস্থি ও মজ্জাই।

www.amarboi.org

আমাদের পরিবেশ

এইখানে ছিলো নদী....
সেখানে এভাবে উঠে পড়ে রোজ
অট্টালিকা যদি–
কি করে তাহলে বইবে বলো
নদীগুলো নিরবধি!

নদীর এ বুকে
ছিলো কতো না মাছ;
সেই মাছ নেই, ফুলে ফলে ভরা
মরতে বসেছে গাছ।

বাতাসে সীসার ঝড়–
প্রাণভরে তাই শ্বাস নিতে গেলে
বুক করে ধড়ফড়।

পাহাড় কেটে তো শেষ
বিরূপ কবলে দেশ;
এইভাবে শেষ পলে পলে হয়
আমাদের পরিবেশ।

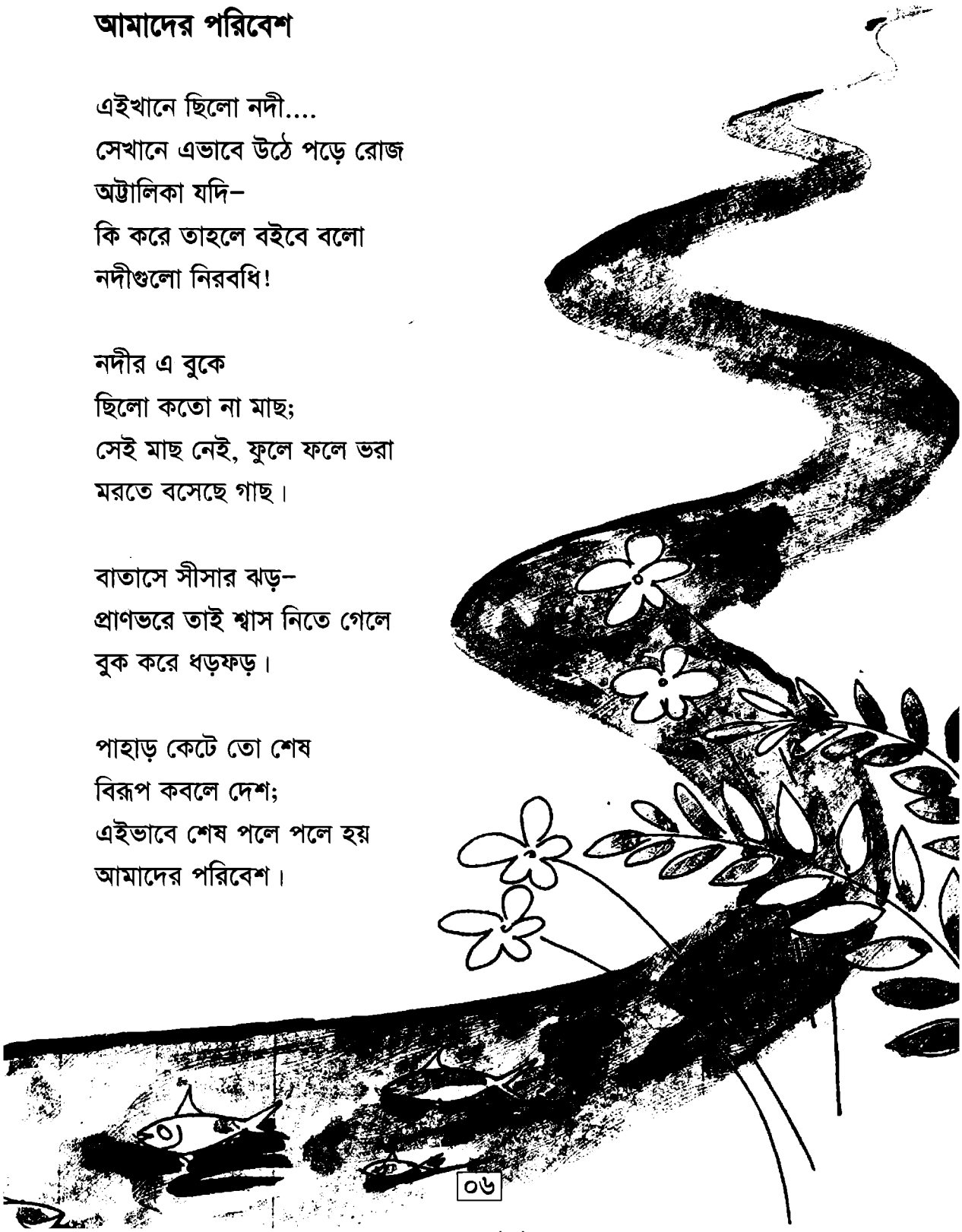

www.amarboi.org

শীতের চিঠি

শীতের দিনে আয়েস করে
পায়েস-পিঠা খাও;
সকালবেলা দুইটি পায়ে
শিশির মেখে নাও।

শীতের পরশ হিম কুয়াশায়
শিরশিরানো মন;
তীব্র শীতে বুকের ভেতর
যায় বেড়ে কম্পন।

হলুদ হলুদ সরষে ক্ষেতে
হাওয়াতে দেয় দোল;
সেই হাওয়াতে যায় যে পড়ে
মেঘের গালে টোল।

মেঘের বাড়ি মেঘের বাড়ি
মেঘের বাড়ি শীত;
মেঘের বাড়ি শীত গেয়ে যায়
আনন্দ সঙ্গীত।

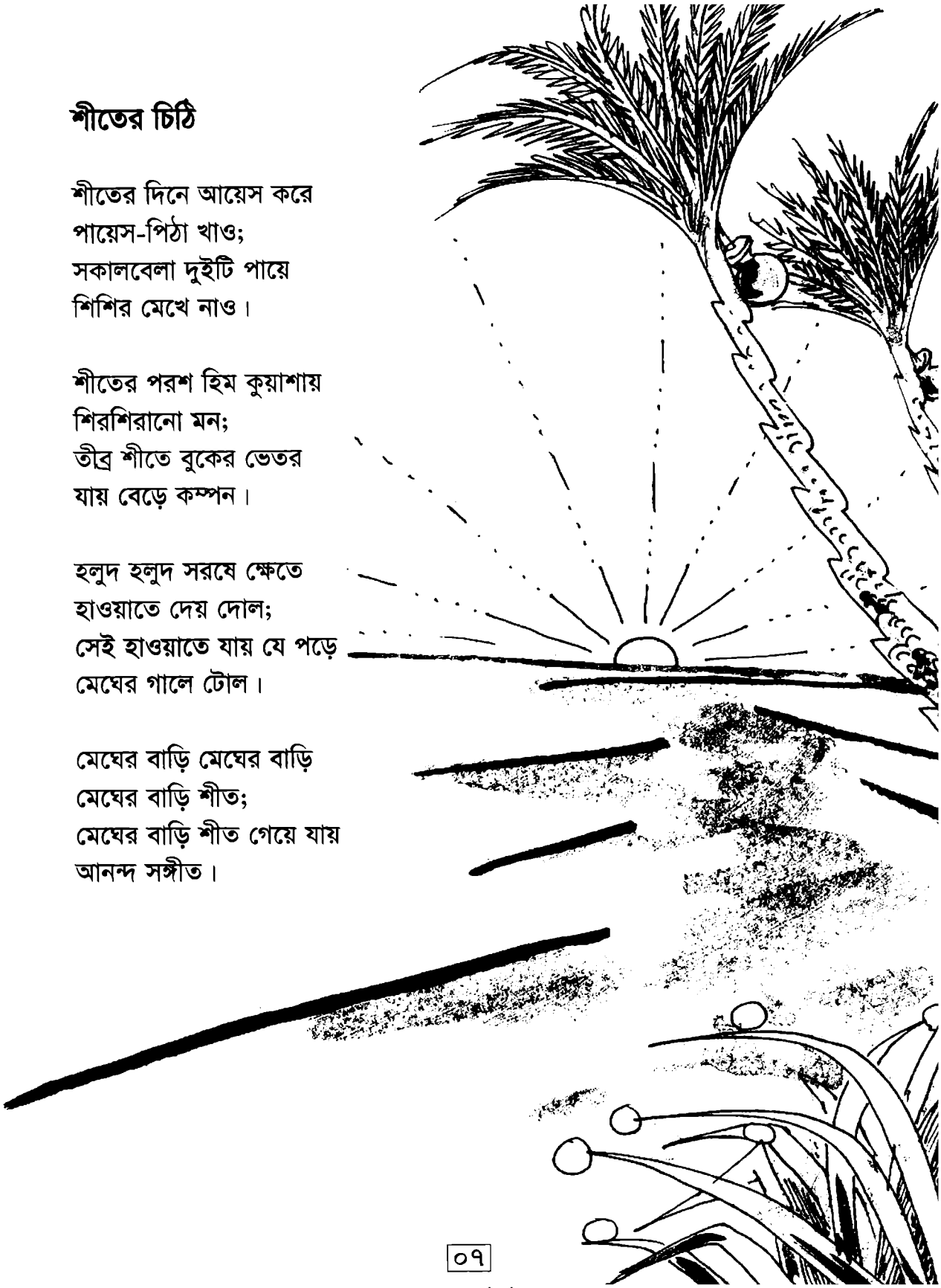

www.amarboi.org

স্বাধীনতা নিয়ে

ভালোবাসি পাখি, ভালোবাসি ফুল
ভালোবাসি তৃণলতা;
ভালোবাসি মা-বাবাকে ভীষণ
ভালোবাসি স্বাধীনতা।

ভালোবাসি নদী; পালতোলা নাও
রুপোলি তারার মেলা;
ভালোবাসি রঙধনুতে আঁকা
সাতটি রঙের খেলা।

ভালোবাসি মেঘ; উড়ে চলা তার
যেনো কতো ব্যাকুলতা;
প্রজাপতি মন খোঁজে সারাক্ষণ
স্বাধীনতা-স্বাধীনতা।

ভালোবাসা যতো স্বাধীনতাতেই
এর চেয়ে কিছু নাই;
স্বাধীনতা নিয়ে এই মাথাটা
উঁচিয়ে রাখতে চাই।

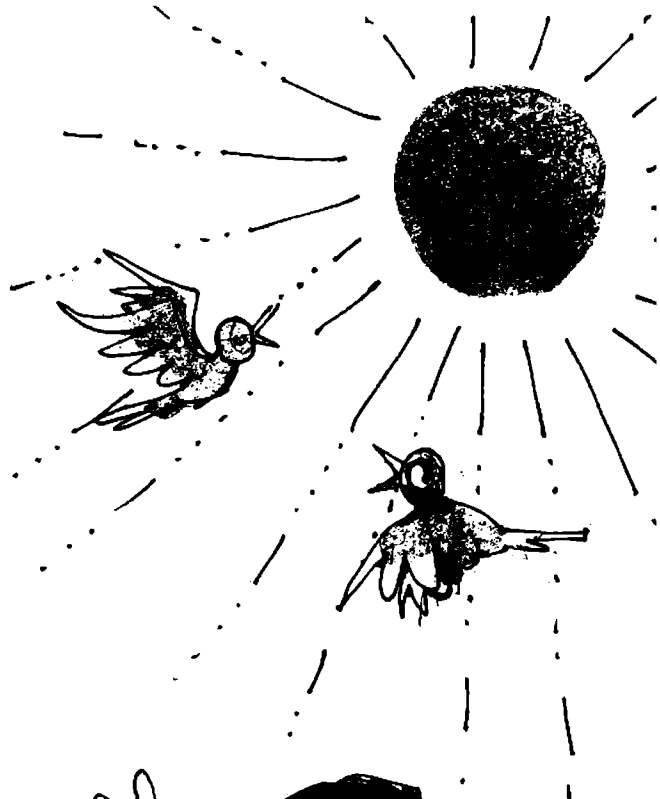

www.amarboi.org

তোমার দানে

তোমার দানে এই পৃথিবীর
সব চলে ঠিকঠাক;
মধুর লাগে ভোরবেলাতে
মুয়াজ্জিনের ডাক।

ফুলের বনে মৌমাছিদের
গুনগুনাগুন সুর;
মেতে ওঠে তোমার নামে
অথই সমুদ্দুর।

আকাশ বাতাস বনবনানী
সবই তোমার দান;
আমরা তোমার হুকুম মেনে
দিন করি গুজরান।

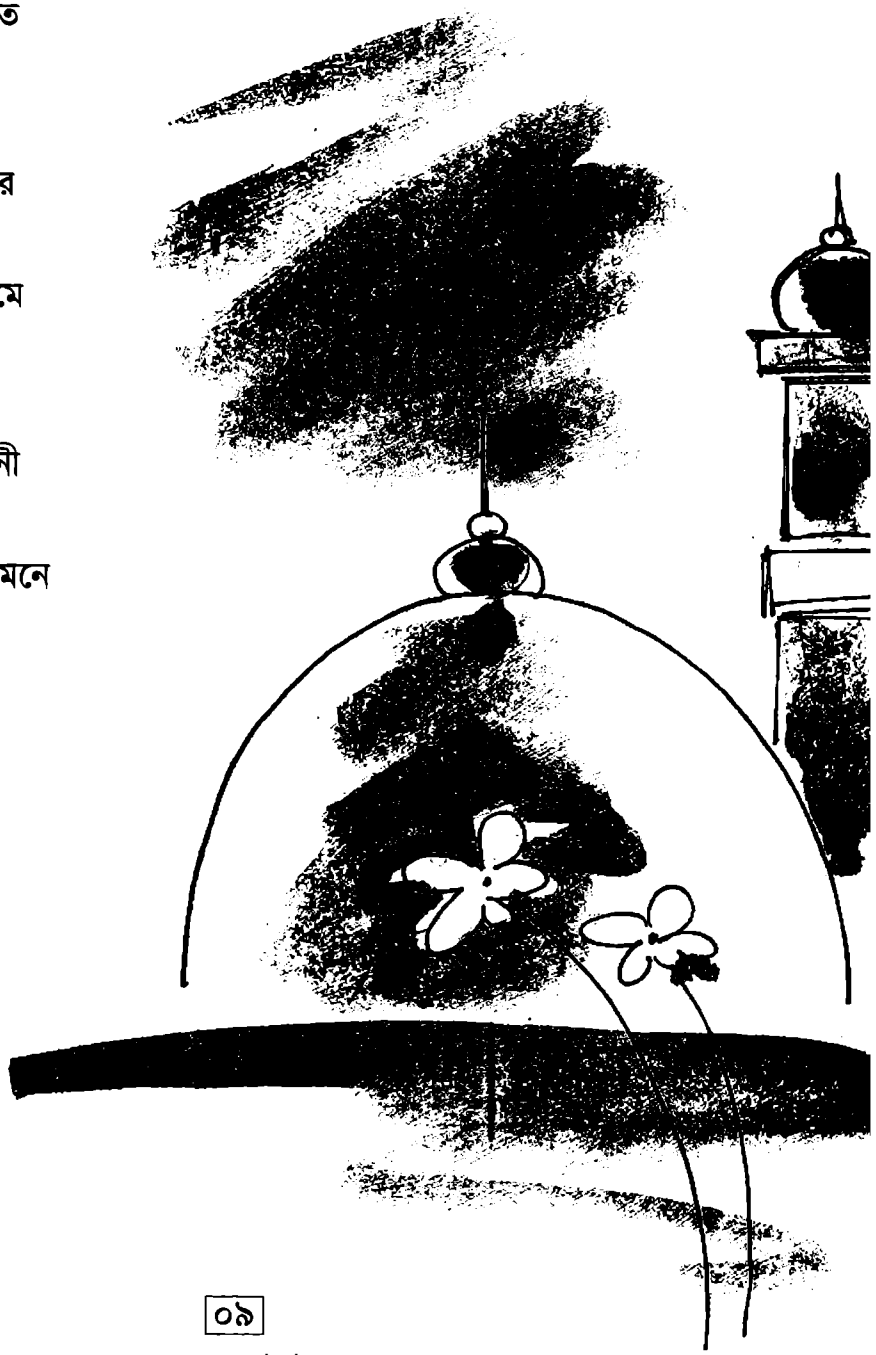

www.amarboi.org

মনটা দোলে রঙিন হাওয়ায়

পাখিরাও যায় ডেকে গুনগুনিয়ে
বাতাসেরা রোজ যায় গান শুনিয়ে
তিরতির নদী বয় শীতল হাওয়ায়
সোনারঙ মেখে রোদ ঢেউ খেলে যায়
গাছেদের সবুজতা চির অমলিন
এইসব দেখে মন হয় যে রঙিন।

মাঝে মাঝে মেঘ থেকে বিষ্টির ছাঁট
শাদায় শাদায় ঢাকে চোখের কপাট
দুলে ওঠে ফুলবন; ফুলের কুঁড়ি
মন হয় এ সময় সবুজ ঘুড়ি
এইসব অনুভূতি চির অমলিন
এইসব ভেবে মন হয় যে রঙিন।

রোজ ভোরে শুনি আমি শিশিরের গান
ভেসে আসে দূর থেকে শিউলির ঘ্রাণ
সেই ঘ্রাণে ভাঙে ঘুম পাখ-পাখালির
ঘুম আসে রাতজাগা আলো জোনাকির
ডগোমগো সূর্যের আলোভরা দিন
এইসব দেখে হয় মনটা রঙিন।

www.amarboi.org

ঢাকাই কড়চা

ঢাকায় ওড়ে টাকা;
তাই তো টাকা ধরতে নগেন
গ্রাম থেকে যায় ঢাকা।

ওম্মা! এ কী গিজগিজে লোক
লম্বা গাড়ির বহর;
উঁচু-উঁচু দালানকোঠায়
ঠাসা ঢাকা শহর!

ডাইনে গাড়ি, বামে গাড়ি
'আয়েন গ্যালে যাত্রাবাড়ি'
দূর আকাশে চোখ সরে না
লাগছে ভীষণ ধাঁধা;
যেদিক তাকায় যায় না দেখা
কেবল দ্যাখে আধা।

কোথায় ওড়ে টাকা?
পায় না কোথাও তাই নগেনের
হয় না ঢাকা থাকা।

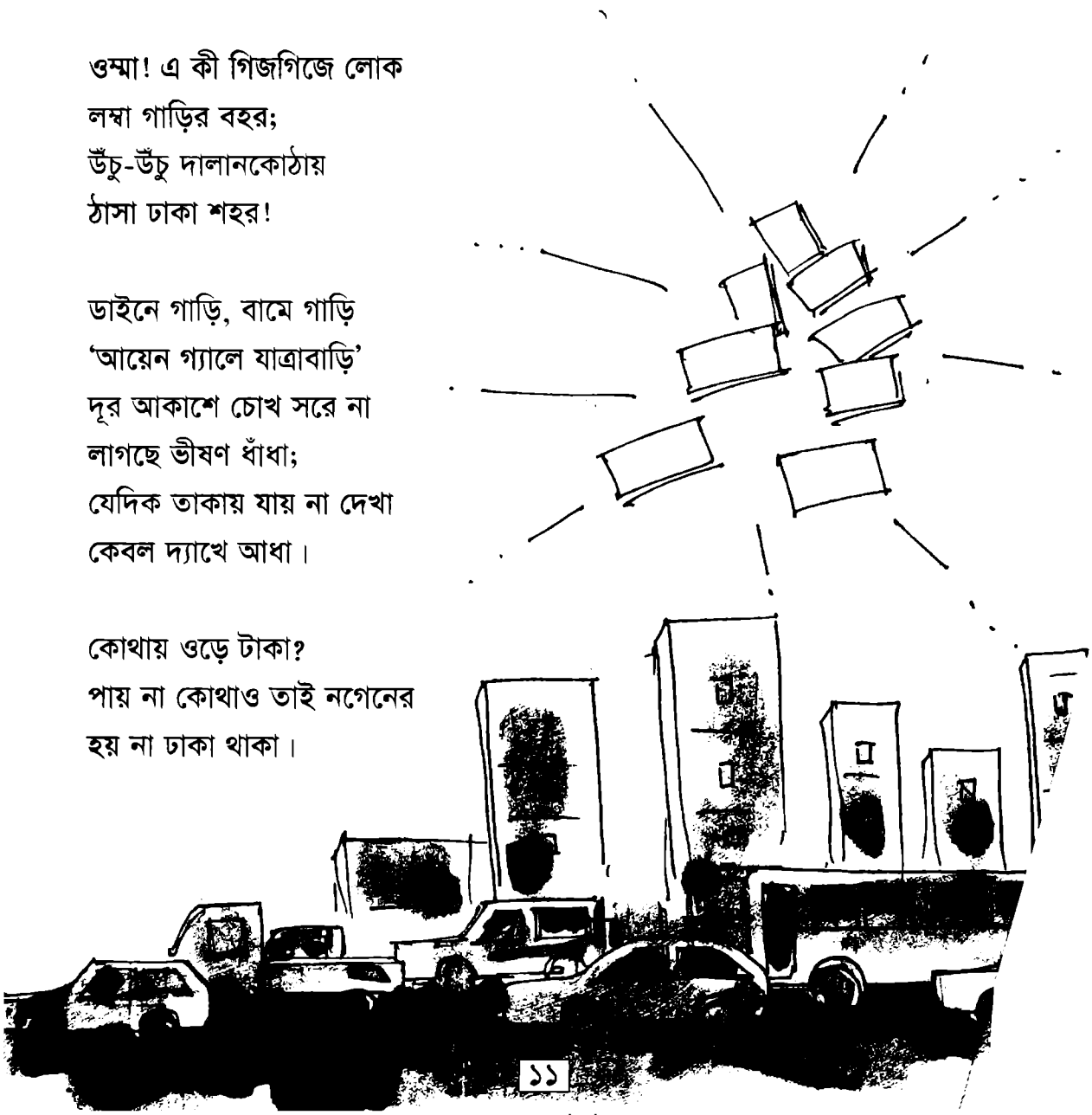

www.amarboi.org

মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া

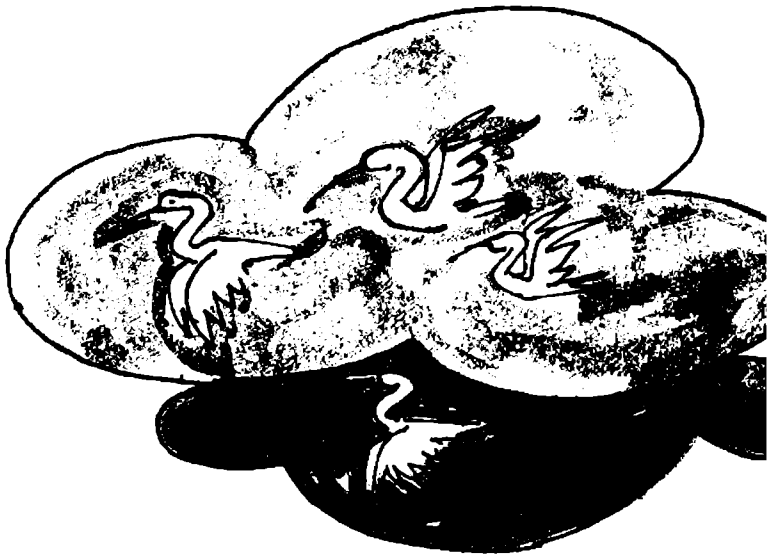

ঝিরঝিরানো বাতাস দোলে
মেঘের কাছে ওই;
মেঘগুলো হয় শিমুল তুলো
উপচে পড়ে শিশিরগুলো
দূর আকাশে কেবল ঘোরে
দিকভোলা টইটই।

মেঘের সাথে বকের সারি
মেঘের আকাশ দিচ্ছে পাড়ি
শাদায়-শাদায় হচ্ছে একাকার;
গুবগুবাগুব ডাকছে কোড়া
মন হয়ে যায় টাট্টুঘোড়া
টগবগিয়ে ছুটিয়ে ঘোড়া
মাঠ করে দিই পার।

কাশের বনে বাতাস নাচে
ভোমরা নাচে সজনে গাছে
টুপটুপিয়ে শিশির ঝরে
শিউলি বোঁটায় রোজ;
মন ছুটে যায় অচিনপুরে
শিউলি সুবাস বাগান জুড়ে
ফোঁটায় ফোঁটায় সুবাস ছিটোয়
কে রাখে তার খোঁজ?

রাতের আকাশ ফরসা বেজায়
চাঁদের আলো শরীর ভেজায়
এমন রাতে ঘুম আসে না মোটে;
ঝিঁঝি পোকার একটানা সুর
মন ছুটে যায় দূর-বহুদূর
চোখের ভেতর স্বপ্নগুলো
শরৎ হয়ে ফোটে।

www.amarboi.org

রাতুলের কাছে চিঠি

রাতুল তোমার কথা আমার পড়ছে মনে খুব
মনে হচ্ছে তোমার সাথে খুব ছিলো চেনা জানা;
অথচ তুমি কতোটা দূরে আমাদের কথা ভাবো
ভাবছি তোমার চুল কোঁকড়ানো চোখ দুটো টানা টানা।

চেহারার সাথে মিলতেই হবে তেমন শর্ত নেই
মনের গহীনে পোষণ করি যা সেটাই তো বললাম;
বয়রা এবং সিমেট্রি রোড, সাতরাস্তার মোড়
এই ধরো আমি তোমাদের খোঁজে একা হেঁটে চললাম।

ওখানে ছিলো চঞ্চল কাকা এখন সেখানে নেই
তাই বলে কি ভেবে নেবো আজ গতি নেই জীবনের?
না-না এটা ভাবা গতিময়তার ইতি টানা হবে ভাই
স্মৃতিগুলো নিয়ে টেনে চলো রোজ জীবনের গতি ফের।

অনেক কথার কলকাকলিতে খুব তোমাকে ভাবি
জানি না কখনো এমন কোনো তোমার ছিলো কি দাবি;
তবুও আমি মনের গভীরে তোমার ছবিটা পুষি
কেন জানি না অতোটুকু ভেবে কেন হই আমি খুশি!

www.amarboi.org

মন মোর মেঘের সঙ্গী

বুকের মাঝে একটা বিশাল আকাশ আছে
সেই আকাশে লক্ষ কোটি তারার মেলা;
ঝিকিমিকি সোনার আলোয় সাজতো রোজই
এসব দেখেই কাটছে আমার রাত্রিবেলা।

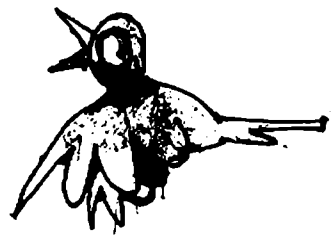

আকাশ মানে বুকের মাঝে সুরের নদী
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ টলমল রোদের হাসি;
রঙধনুতে সাতটা রঙে মিলেমিশে
হই একাকার; সেই নদীতে একলা ভাসি।

নিঝুম রাতের সন্ধ্যাতারা মিটমিটিয়ে
জ্বলে, বলে আমার সাথে অনেক কথা;
আমিও তখন সেসব কথার কাব্য বানাই
দিই কাটিয়ে বীণার সুরে নীরবতা।

আকাশ এবং আমার মাঝে রয় না তফাৎ
আমি তখন ধবল মেঘের স্বজন-সাথি;
ওদের সাথে খেলায় মাতি যখন-তখন
ইচ্ছে হলেই আমরা খেলি চড়ুইভাতি।

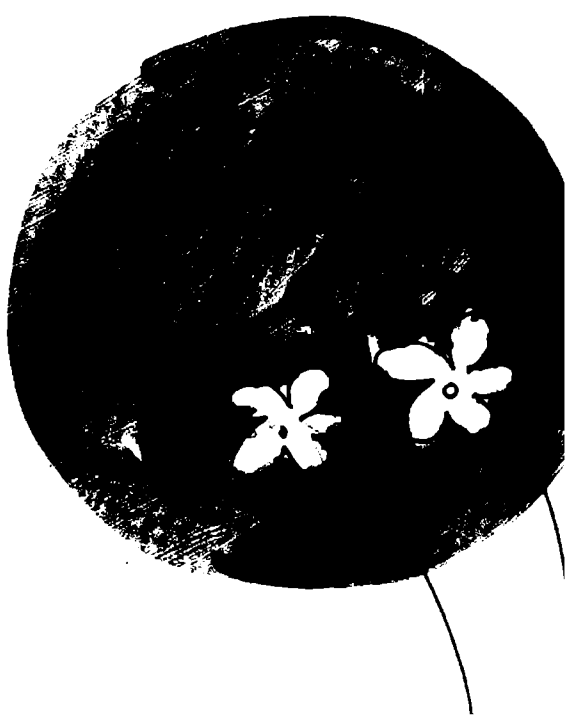

আকাশ যখন বৃষ্টি ঝরায় আমি তখন
বৃষ্টিফোঁটায় ভিজেটিজে জবজবা হই;
মেঘের সাথে সংগোপনে মনের কথা
গল্প বলার ঢঙে আমি সব কথা কই।

www.amarboi.org

সবুজের গাঁ

এই দেশ আমাদের পাখ-পাখালির
বর্ণিল কতো ফুল জুঁই শেফালির।
সুবাসিত গন্ধে যে ভরে ওঠে মন
নেচে ওঠে রোদমাখা হিজলের বন।

লতায়-পাতায় মিলে কতো কথা হয়
কেটে যায় ভয়ভীতি সব সংশয়।
রাত গিয়ে ফিরে আসে আলোকিত ভোর
খুলে যায় নতুনের স্বর্ণালী দোর।

নদীর উছল হাসি যেনো সন্দেশ
রোদের ঝিলিক আনে মায়াবী আবেশ।
ফুলেদের পাপড়িতে দেয় তারা চুম
কেড়ে নেয় ভোমরের স্বপ্নীল ঘুম।

এই দেশ, দেশ নয় মায়ের আদর
রিনিঝিনি বাতাসের শরৎ-ভাদর।
এই দেশ মায়াময় সবুজের গাঁ
এই দেশ ছেড়ে আমি কোথা যাবো না।

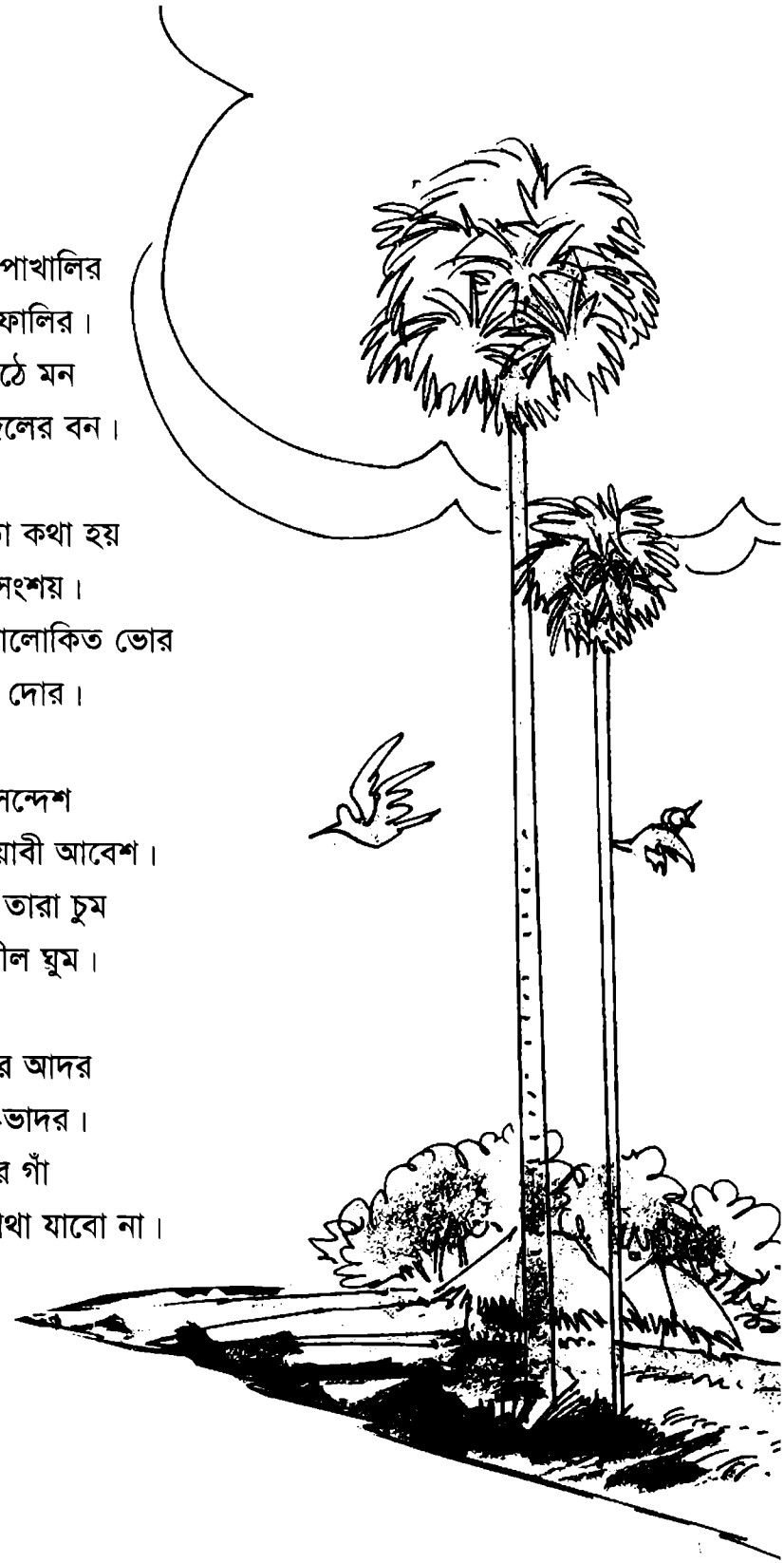

www.amarboi.org

মায়ের মতো দেশ

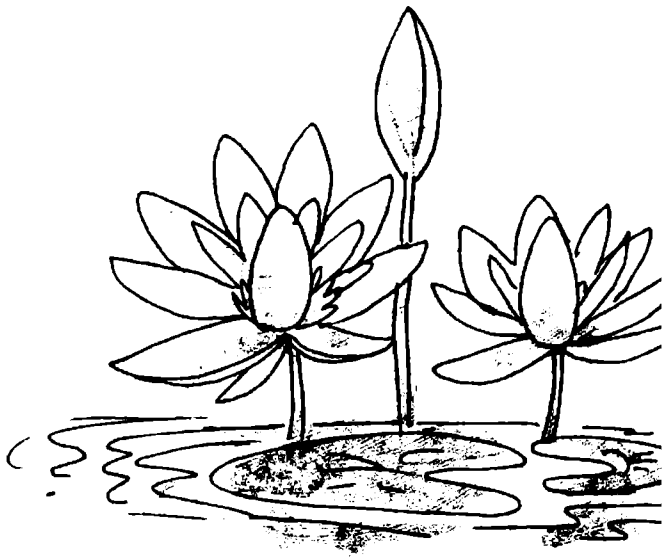

মায়ের মতো দেশ পেয়েছি আমি
ভেবো না এ ঠুনকো বা কম দামি
আমার চাওয়ার
আর কিছু নেই মোটে;
দেশের শোভা সোনামানিক
রূপম সোনার ঠোঁটে।

গাছের ছায়ায় হাওয়ার কোমলদোলা
আমায় করে কেবল আত্মভোলা।
এই আমাকে হারিয়ে ফেলি
সবুজ এ স্বদেশে,
থাকবো আমি জীবনটাভর
দেশকে ভালোবেসে।

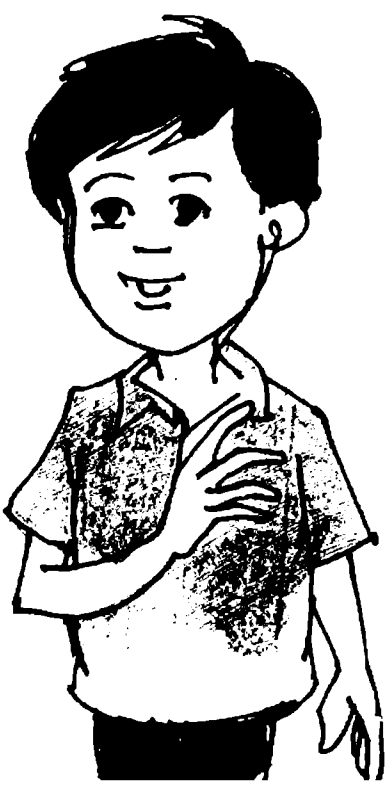

তোমরা দেশের জুঁই চামেলি
শাপলা গোলাপ ফুল;
তোমরা দোয়েল ময়না টিয়ে
মোটুসী বুলবুল।
তোমরা রঙিন প্রজাপতির মতো
অনিষ্টকে দাও ঠেলে সব দূর;
গড়ো সিসিমপুর।

মায়ের মতো দেশটাকে ভাই আমি
ভালোবাসি ভালোবাসি খুব;
মা'র আঁচলের মধ্যে আমি তাই
দিতে পারি নির্ভাবনায় ডুব।

www.amarboi.org

ছেলেবেলার নদী

যেই নদীতে ভেসে ভেসে রোজ দিয়েছি সাঁতার আমি
সেই নদীটা আমার কাছে অনেক অনেক অনেক দামি
এক সময়ে এই নদীটা বুকের মাঝে ঢেউ তুলেছে
দামাল যতো নৌকা বেয়ে বাড়ির কথা সব ভুলেছে।

চিত্রা আমার স্রোতের নদী ঢেউ টলমল বুকের মাঝে
ঢেউ দোলাতো ছলাৎ ছলাৎ চিত্রা বুকে সকাল সাঁঝে
মাঝিরা সব সারি সারি নদীর বুকে নৌকো নিয়ে
ভাটিয়ালি গাইতো আহা রঙিন রঙিন পাল খাটিয়ে।

বর্ষাকালে উপচেপড়া টইটম্বুর থাকতো নদী
দু'কূল হতো ডুবুডুবু বানটা ধেয়ে আসতো যদি।

ছেলেবেলার সেই নদীটা আজ নদী নেই শুকিয়ে খাঁ খা
নদীর বুকে শুকনো মাটি ধু ধু বালুর দৃশ্য আঁকা
দু'পাশজুড়ে দালানকোঠা অট্টালিকা উঠছে বেড়ে
আমার প্রিয় সেই নদীকে আজকে কারা নিচ্ছে কেড়ে?
সেই নদীটার শীর্ণ দেহ ভরাট হয়ে সঙ্কুচিত
ধ্বংসের নীলনকশা বলো করলো কারা আজ সূচিত?
ছেলেবেলার সেই নদীটি আবার আমায় দাও ফিরিয়ে
মনটা নাচুক ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঢেউ ছুটে যাক তিরতিরিয়ে।

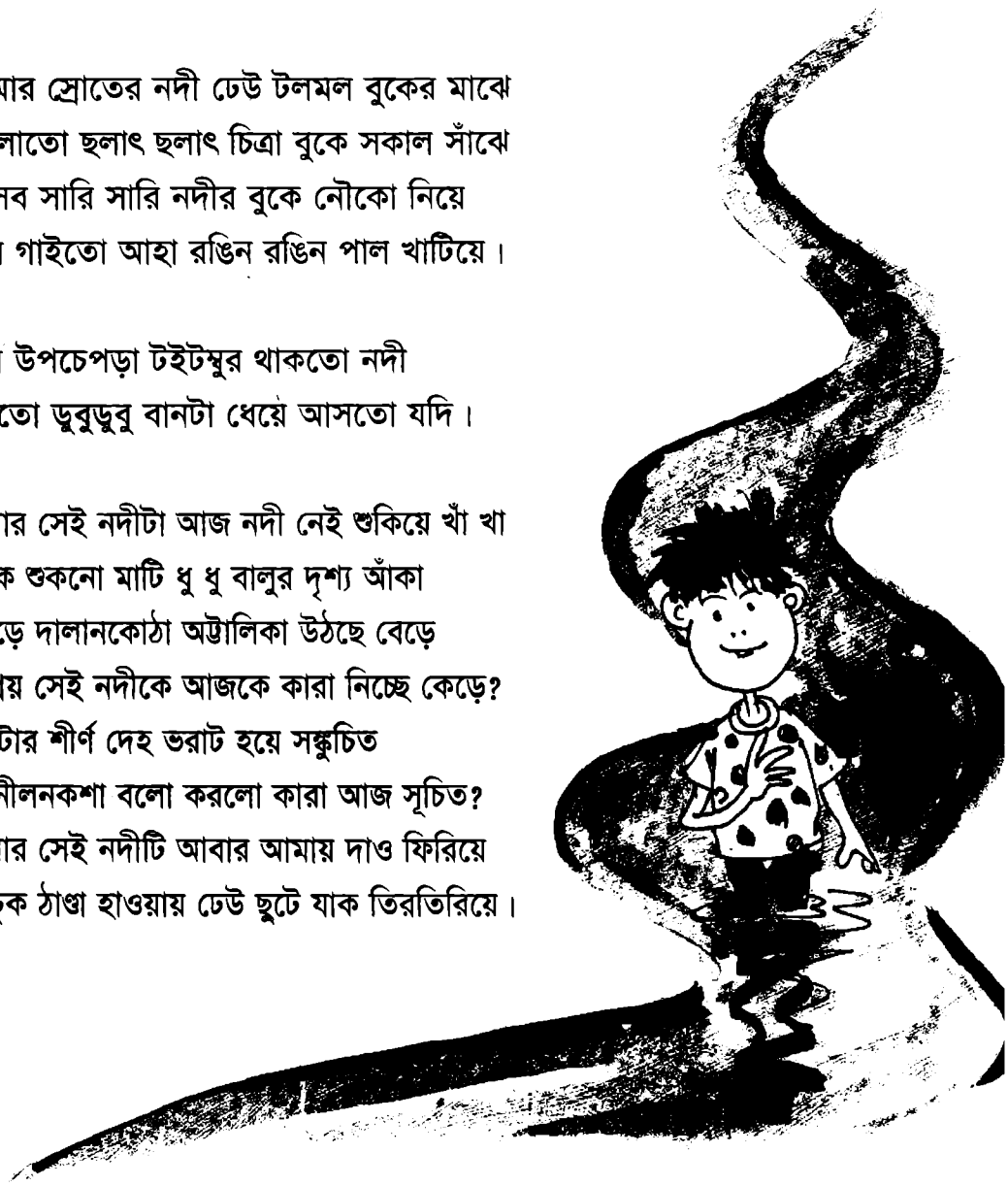

www.amarboi.org

কেমন করে

প্রজাপতি উড়ছে ফুলে ফুলে
ফুলের বনে আপন মনে
খেলছে দুলে দুলে।

হাজার ফুলের গন্ধ নিয়ে
বেড়ায় ভেসে ভেসে;
কেউ জানে না কোথায় বাড়ি
কোন পাহাড়ের দেশে।

নেই কোনো ওর গণ্ডিসীমা
নেইকো তেমন মানা;
ইচ্ছে হলেই দূরে কোথাও
দেয় সে মেলে ডানা।

একটু আমি বাইরে গেলেই
আম্মু শাসন করে;
তাহলে হায় ভাবনাতে আর
ডুববো কেমন করে?

www.amarboi.org

তিন পুতুলের ছড়া

একটা পুতুল ঘুমায় যখন
একটা তখন জাগে,
অন্যটা তাই ফুলতে থাকে
কটমটিয়ে রাগে।

রাগের কারণ কি?
তাও জানো না ছি!
দুটো পুতুল নবাবজাদা
একটা কাজের ঝি!

www.amarboi.org

সকাল বেলার পাখি

সকাল বেলার পাখি তুমি আর হলে না
বন্দি হয়ে বদ্ধঘরে থেকেই গেলে;
চুপটি করে রইলে তুমি নিজের ভেতর
ভাল্লাগে এই রঙিন ঘুড়ি-লাটাই ফেলে?

ভোরের আগেই নিত্যদিনের জাগার প্রয়াস
কোথায় তোমার মনের সেসব উন্মাদনা?
হারিয়ে যাবার ভয় ছিলো না তোমার জানি
বুকের ভেতর চলতো কেবল স্বপ্ন বোনা!

তালপুকুরের ধারে থাকা লিচুগাছে
থোকা থোকা টসটসে সব লিচু ঝোলে;
'নবা' আজও ফাঁকি দেয়া নামতা পড়ে
'বাবা আপিস' ব্যস তখনই মায়ের কোলে!

খাঁদু দাদুর নাকটা তো সেই রইলো বোঁচা
হেসেই মরি, হেসেই মরি, সে কী হাসি;
সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কী ক্লান্ত হলে
'দারিদ্র্য'কে মহান করে হাসবে চাষি?

লেটোগানের সুরের নেশায় ঘুমিয়ে গেলে
শ্যামের হাতের বাঁশি তুমি আর হলে না;
আমার বাঁশি বাঁশিই কেবল শুকনো বাঁশের
তোমার মতো জাদুর ছোঁয়ায় সুর তোলে না!

বিদ্রোহ হয় কিন্তু তেমন আগুনঝরা
হয় না গাঁথা বিপ্লবী সেই শব্দমালা;
কোন অভিমান নিয়ে তুমি লুকিয়ে গেলে
তোমায় দেবো সাজিয়ে রাখা বরণডালা।

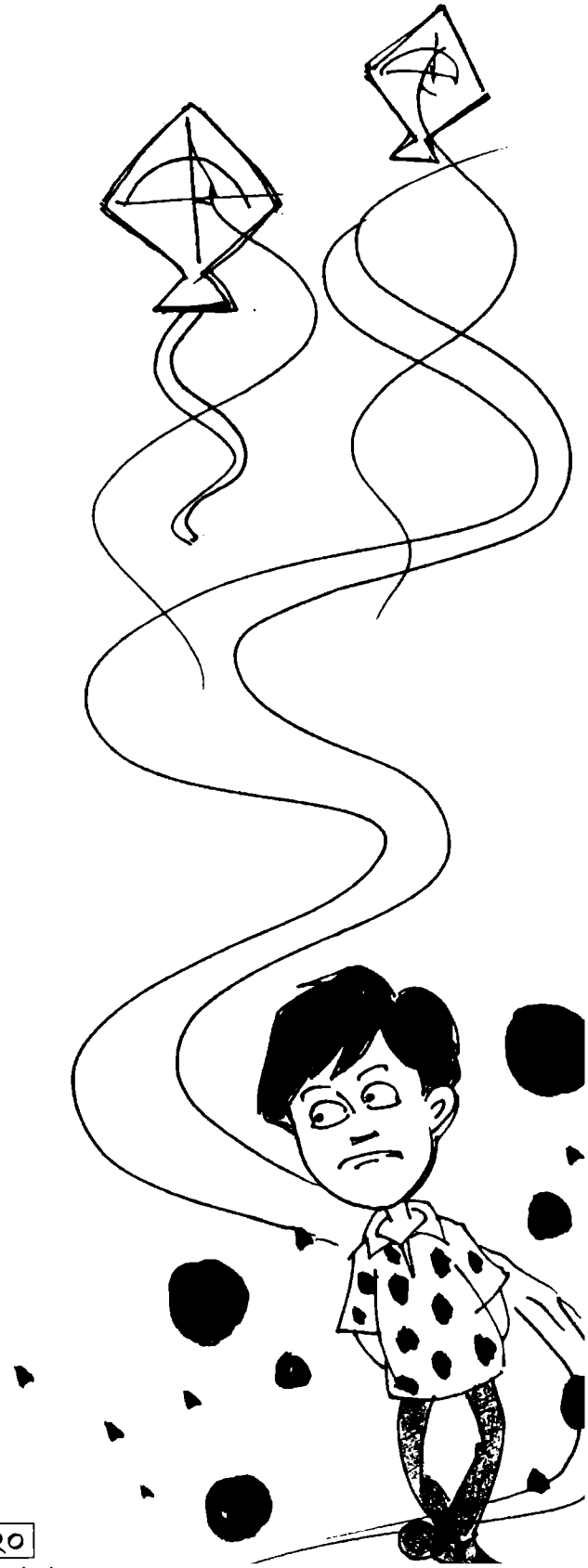

www.amarboi.org

ভাল্লাগে না

দূরের বনে ডাহুক যখন আমায় ডাকে
তখন কি আর মনটা বলো মনে থাকে
মনটা তখন বাইরে যাবার আহ্বানে
কেমন করে বুকের মাঝে হৃদয় জানে।

উথালপাথাল ঢেউ টলমল মনটা আমার
ইচ্ছে করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামার
ঝিরাঝিরানো বাতাস আমায় কেবল ডাকে
কে যেনো দুই পায়ের গতি আটকে রাখে!

দোয়েল যখন মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে যায়
বাগানজুড়ে ফুলরা ফুটে ডাক পাড়ে আয়
রঙিন ডানার প্রজাপতি দেয় ইশারা
আয়রে খোকা, ওই এসেছে মুন তিশারা।

তবু আমি বন্দি হয়ে ঘরের মাঝে
সময়গুলো পার করে দিই সকাল সাঁঝে।
অথচ সব বড় হবার স্বপ্ন দেখাও;
তাহলে কও কেমন করে বড় হবো
বড় হলেও মনের কাছে ছোটই রবো।

আটকে থেকে কে বড় হয়, কে বড় হয়?
বন্দি থেকে কে করেছে বিশ্বকে জয়?

www.amarboi.org

মেঘের স্বজন

বাতাসের সাথে গিয়ে
মেঘেদের ভাঁজে ভাঁজে মিশি;
ঘোরার ক্লান্তি নেই টইটই ঘুরি দিবানিশি।

মেঘের মিনার ছুঁয়ে ওদের মনের কথা শুনি;
জোসনার স্রোতে চলা
মিটিমিটি তারাদের গুনি।

তারারাও কথা কয় ঝুপঝুপ-টুপটুপ সুরে;
সেই সুর মাতোয়ারা বাতাসের সাথে ঘুরে ঘুরে।
কানে এলে সেই সুর
লাগে বড় সুমধুর
সেই সুরে মুদে আসে চোখ;
আমিও তখন বলি–
এই আমি তোমাদেরই লোক।

এই কথা শুনে ওরা গোটা গোটা চোখ মেলে চায়–
কী যে ভালো লাগে যে তখন;
ফুরফুর হাওয়া আর অনাবিল মৌ জোসনায়।
ভুলে যাই আমি সব; নিজেকে তারাই ভাবি ঠিক–
আকাশের গায়ে তাই জ্বলে থাকি ঝিকমিক ঝিক।

www.amarboi.org

রুম্মান আর জুঁই

রুম্মান আর জুঁই ওরা দু'ভাই বোন;
মামা থাকে ঢাকাতে তাই
কেবল করে ফোন।

মামা তুমি কেমন আছো শরীরটা ঠিক আছে?
বিশুদ্ধ সব খাবার খেয়ো
রোগ না বাধাও পাছে!

রোদে রোদে কম ঘুরবে দুপুরে রেস্ট নেবে;
নইলে নানা রোগ ও বালাই
কেবল হানা দেবে।

শাক-সবজি বেশি খেয়ো, ফুটিয়ে খেয়ো পানি;
মওসুমী ফল খেয়ে করো
পুষ্টিকে আমদানি।

লেখাজোঁখা করছো তো বেশ পত্রিকাতে দেখি;
মাঝে মাঝে বস্তাপচা
আর হয়ে যায় মেকি!

তাই বলছি, কম লিখবে দরকারী খুব পড়া;
তবেই তুমি লিখতে পাবে
সিদ্ধহাতে ছড়া।

তোমার ছবি এই আমাদের চোখের তারায় ভাসে;
জানো তুমি? আমরা তোমার
থাকি পাশে পাশে?

দু'ভাই বোনে আদর করি মাথায় রেখে হাত;
তুমি কি তা বুঝতে পারো
যখন আসে রাত?

অনেক হলো শেষ কথা এই অনেক ভালো থেকো;
কাজের ফাঁকে সবার কথা
একটু মনে রেখো।

www.amarboi.org

বাংলা প্রাণের সুর

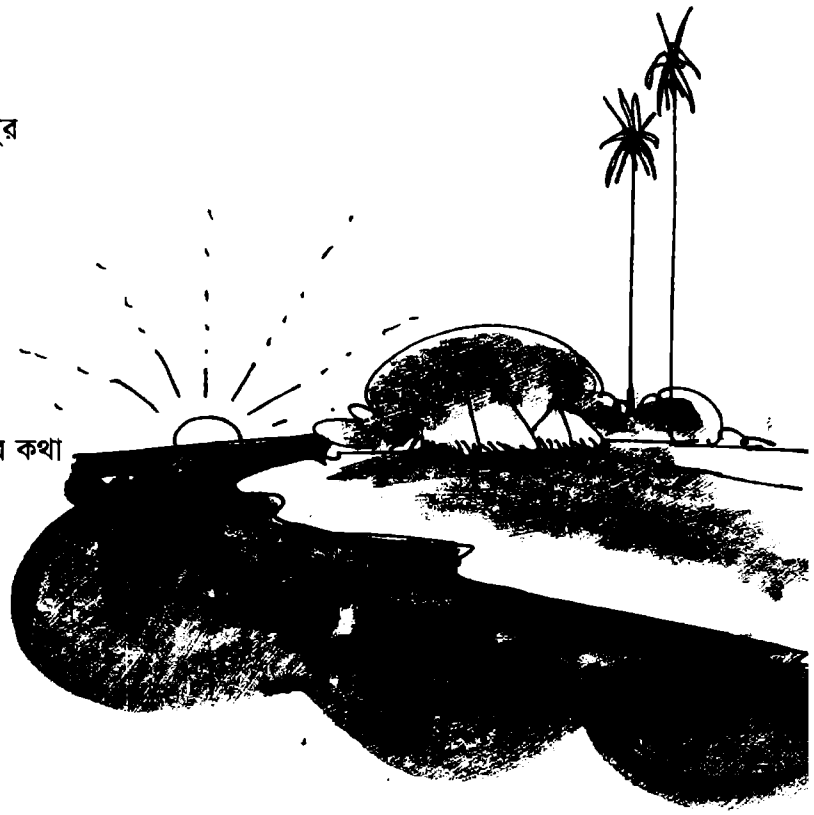

বুকের মাঝে একটি গানের সুর
সেই গানেরই সিম্ফনিতে
বয় যে সমুদ্দুর।

সে গানে মায়ের কথা
ভায়ের কথা
সবুজের হাতছানি এক গাঁয়ের কথা
ঢেউ তুলে উছলায়–
সে গানে বাতাস মাতাল
আকাশ মাতাল
নাও বেয়ে যায় মন মাঝিরা
মেঘনা-যমুনায়।

বাউলের একতারাটা
সে গানে প্রাণের কথা কয়
সে গানে দখনে হাওয়া
ঝিরঝিরিয়ে বয়।

সে যে এই বুকের মাঝে
স্বপ্ন ফোটা গান–
সে গানের সুরের ছোঁয়ায়
বুক করে আনচান।

সে আমার হাজার সুরের
হাজার প্রাণের বাংলা গানের সুর,
সে গানে রফিক-সালাম
গায় যে কোরাস
গায় যে শফিউর।

www.amarboi.org

বৃষ্টি

বড় ভালো লাগছে যে বৃষ্টির ছন্দ
মন ভালো করে দেয় কদমের গন্ধ
বিদ্যুৎ চমকালো
চোখ হলো ঝাপসালো
বাতাসের ঝলকানি ছোটে মৃদুমন্দ।

এই দিনে ফুলকুঁড়ি ফুটলে
পুজ্জাপতির ঘুম টুটলে
সূর্যটা হাসে যদি আড়ালে
চকচকে রোদ হাত বাড়ালে
চারিদিকে বয়ে যায় ঝুনঝুন সুর গো–
এই ফুল এই বন
এই হাসি এই মন
সবকিছু মিলে হয় স্বর্গের দুর্গ।

বৃষ্টি–
এইসব, সব তার সৃষ্টি।

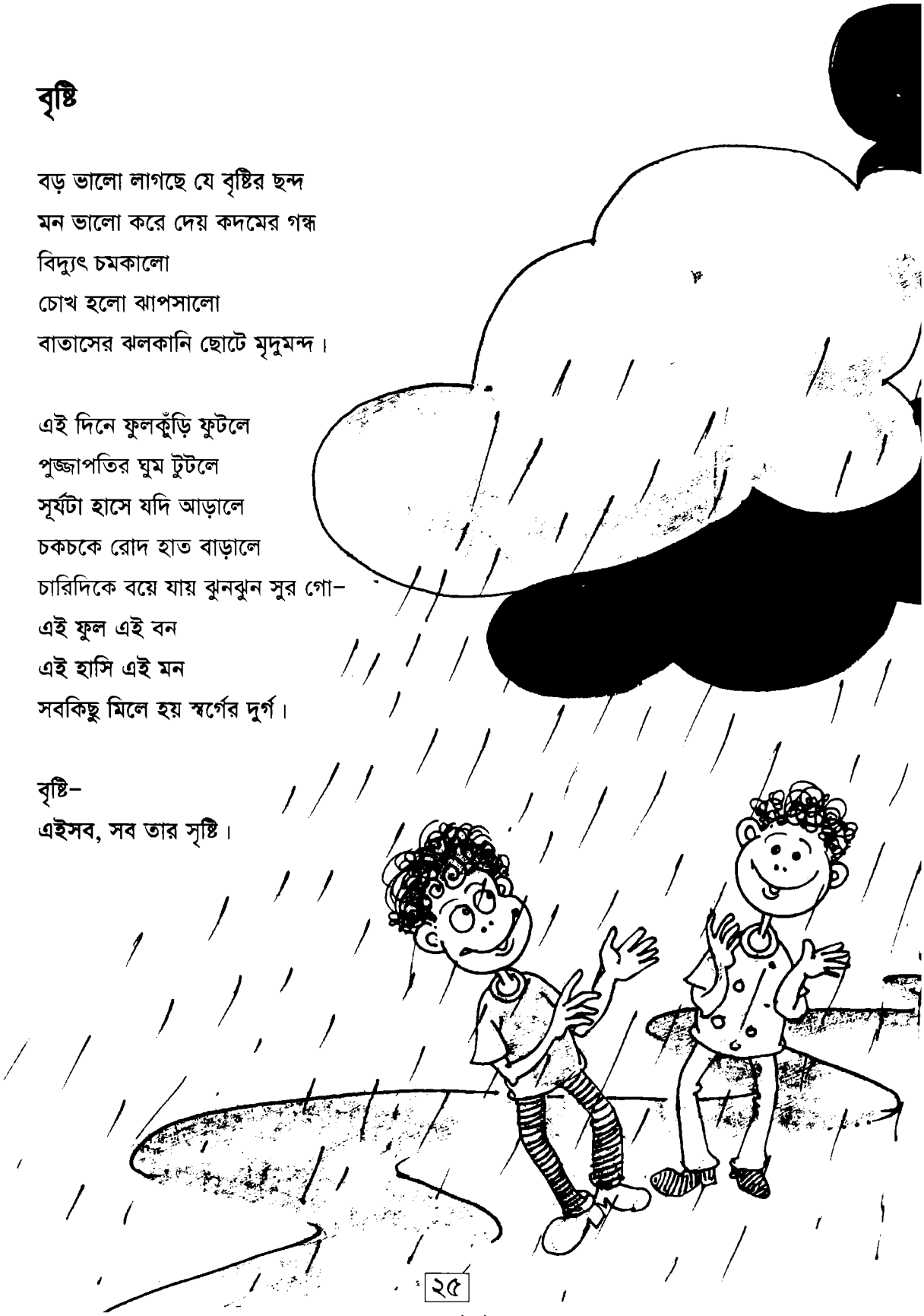

www.amarboi.org

দূর আকাশের তারা

দূর আকাশের তারা
তোমায় দেখে কেবল আমি
হই গো দিশেহারা
দূর আকাশের তারা।

মিটমিটিয়ে জ্বলো-বলো
কত্তরকম কথা,
আকাশটাকে মাতিয়ে রাখো
কাটিয়ে নীরবতা
তোমার জন্যে আমি পাগলপারা
দূর আকাশের তারা।

তুমি আমার খেলার সাথি হবে
আঁধার ঘরে আলোর বাতি হবে
তুমি আমার রাতজাগা এক পাখি
আদর করে বুকের ভেতর রাখি
এই যে আমি তোমায় ভেবে সারা
দূর আকাশের তারা।

ঘুমিয়ে থাকি যখন আমি একা
হয় তখনই প্রিয় স্বপন দেখা
আসো তখন ঠিক শিয়রের কাছে
আমার আবার ঘুম না ভাঙে পাছে
আলোর চুমু দাও যে আমার ঠোঁটে
স্বপ্নকুঁড়ি ফুল হয়ে সব ফোটে
তোমায় পেয়ে হৃদয় মাতোয়ারা
দূর আকাশের তারা।

www.amarboi.org

ভাগ্নে এবং মামা

গিটটুস আর মিটটুস
দু'জনে মামা-ভাগ্নে বটে
তাকায় পিটিস পিটটুস।

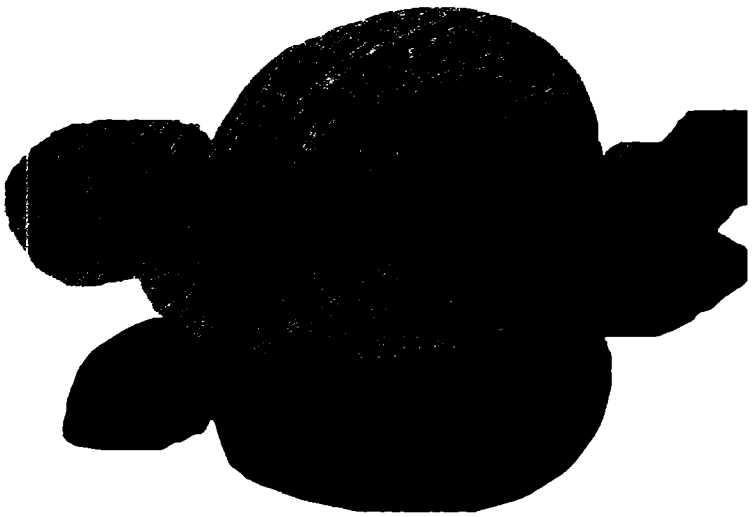

ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া–
তাদের নেই যে কাজের বুয়া
ক্ষুধা পেলে শিশুর মতো
কাঁদবে ওঁয়া–ওঁয়া।

তারা দুধের ফিডার খায়
এবং আয়েশে ঘুম যায়
ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড়
ঝড় তোলে বিছনায়।

এক বয়সী ভাগ্নে এবং মামা
পথ চলতে দু'জনে দেয় হামা
চলতে শুরু করলে তাদের
হয় না মোটে থামা–
তারা ভাগ্নে এবং মামা।

www.amarboi.org

বই এবং বই

পৃথিবীতে যতো মনীষী এসেছে
সবাই পড়েছে বই;
বই পড়ে তারা জ্ঞান সাগরের
পেয়েছে শক্ত মই।

সেই মই বেয়ে জ্ঞান-গরিমার
জগতে দিয়েছে ডুব;
বইয়ের মাঝে ডুবে গিয়ে দ্যাখে
পৃথিবীটা অপরূপ।

কেউ বলেছে, চাই না কিছুই
চাই বই আর বই;
তাই একটা ভালো বই পেতে
নিপলক চেয়ে রই।

বন্ধুর সাথে ঝগড়া-বিবাদ
হতে পারে ক্ষণে-ক্ষণে;
কিন্তু বই যে পরম বন্ধু
গড়ে তোলে ধনে-মনে।

তাই বইটিকে কাছেই রেখো
দিও না দূরে ঠেলে;
প্রিয় বইখানি দুর্দিনে দেবে
আশার আলোক জ্বেলে।

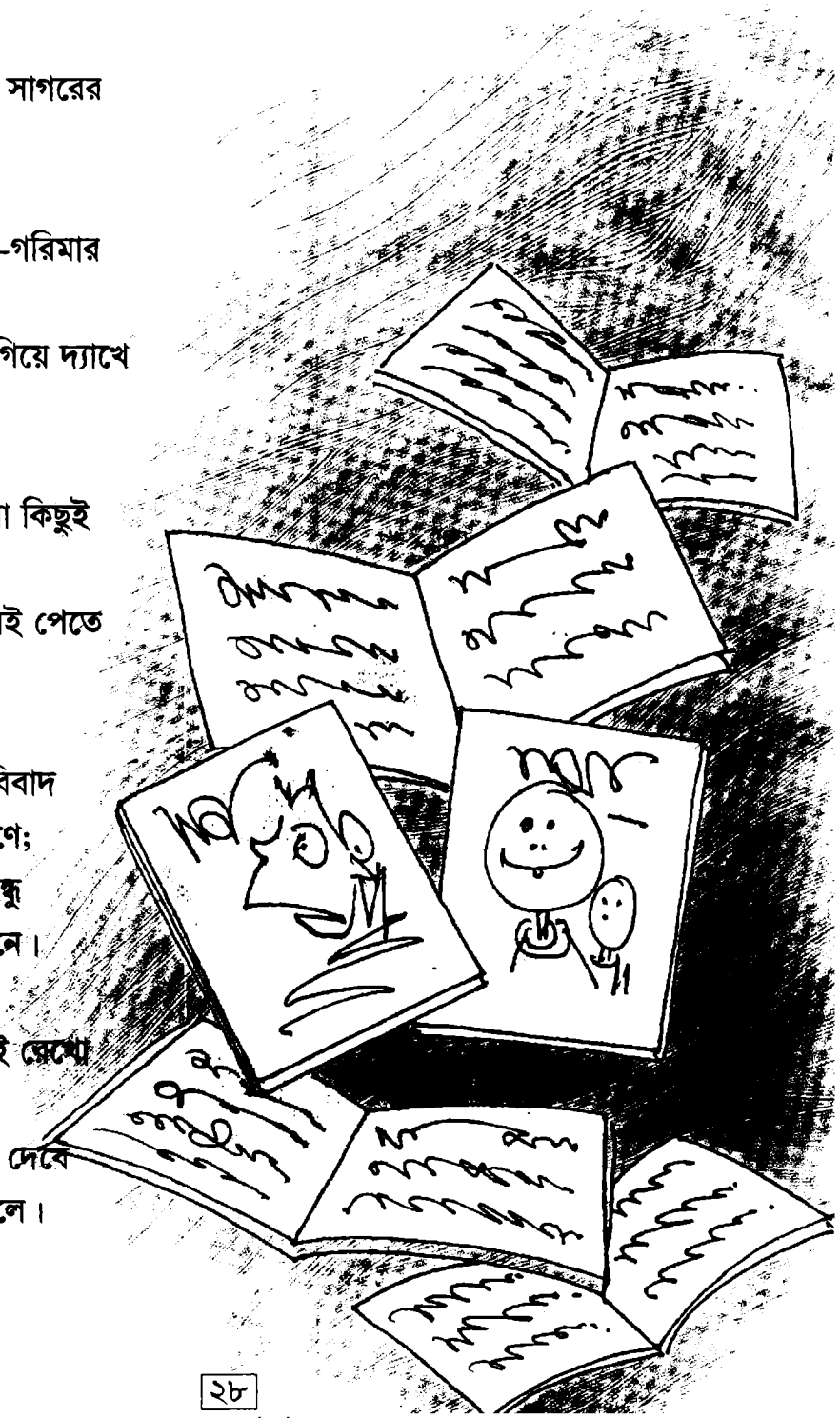

www.amarboi.org

ঈদ ভাবনা

ঈদের খুশি নাচছে চোখে খোকার
তাইতো চোখের পালিয়ে গেছে ঘুম
ঈদের দিনে করবে কী কী সে
সেই আয়োজন নিয়েই খোকার ধুম

তিনটে নেবে মামার কাছে জামা
দেবেন চাচু অমন তিনটে টুপি
গাবলু, আবুল আর টিটনের কাছে
আসবে দিয়ে এসব চুপি চুপি

দাওয়াত দেবে ফিরনি পায়েস খাওয়ার
সবাই যেন খোকার ঘরে আসে
খোকা তাদের জড়িয়ে নেবে বুকে
সেই স্বপ্নে কেবল খোকা ভাসে

থাকবে ঘরে ফুলদানিতে ফুল
ফুলের মতো হাসবে ঈদে সেও
এসব খোকার ঈদ ভাবনার ফল
তার একথা আর জানে না কেউ

ঈদের খুশি বিলিয়ে দিয়ে খোকা
বলবে সুখে ঈদ মুবারক ঈদ
আসবে তাতে ঈদের সার্থকতা
তবেই খোকা দেবে সুখের নিদ।

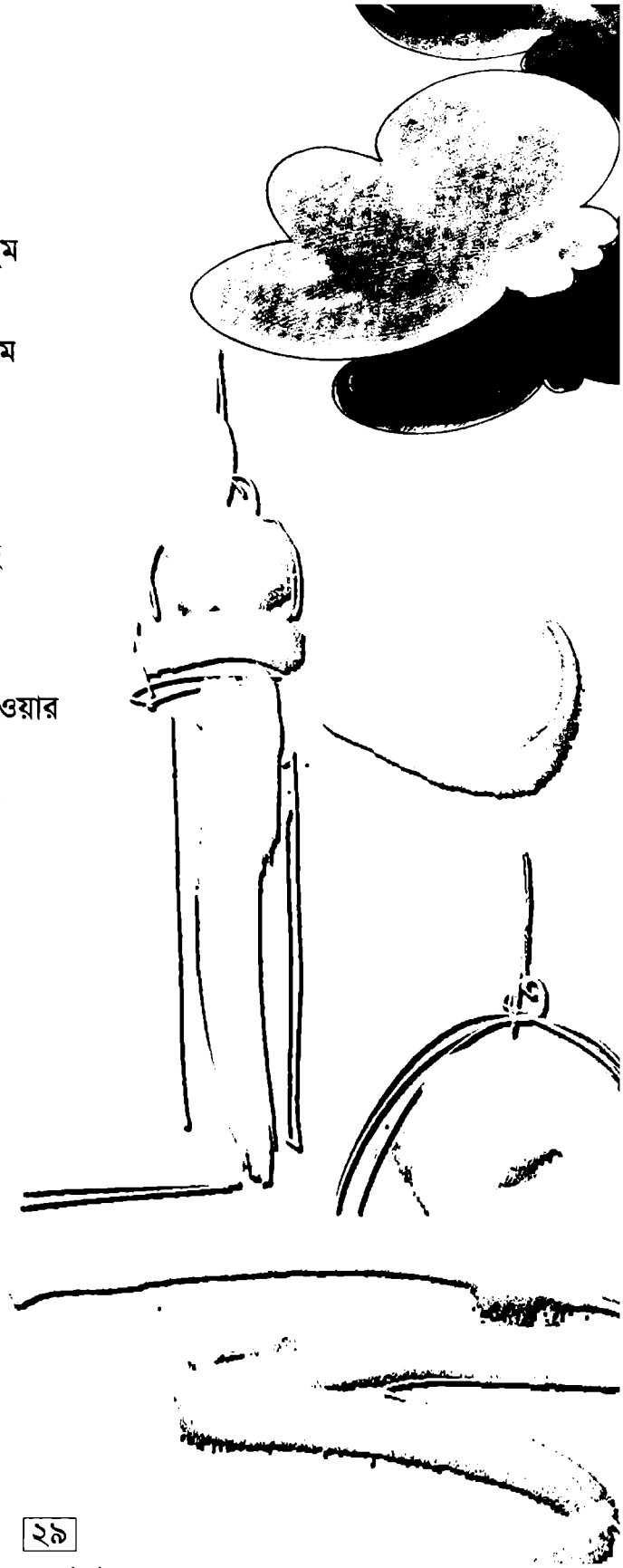

www.amarboi.org

দুষ্টু দুটো ভাই

তারা দুষ্টু দুটো ভাই
তাদের কোনো-ই কাজ নাই
তারা পড়ার সময় পড়ে এবং
খেলার সময় খেলে–
অবসরে দেয় যে তারা
হাওয়ায় ডানা মেলে।

বাইরে গেলে খেলার সাথি
রঙিন ডানার ফড়িং–
রূপম বলে, 'ভাইয়া এসো
ফড়িংটাকে ধরিং।'

'ফড়িং ধরা নয় ভালো কাজ'
রিয়েল বলে তাকে –
'তারচে চলো হিজলগাছের
ঢিল ছুড়ি মৌচাকে।'
'এটা বুঝি খুব ভালো কাজ, ইস!
তারচে চলো গান, শুনি গে
পাখির অহর্নিশ।'

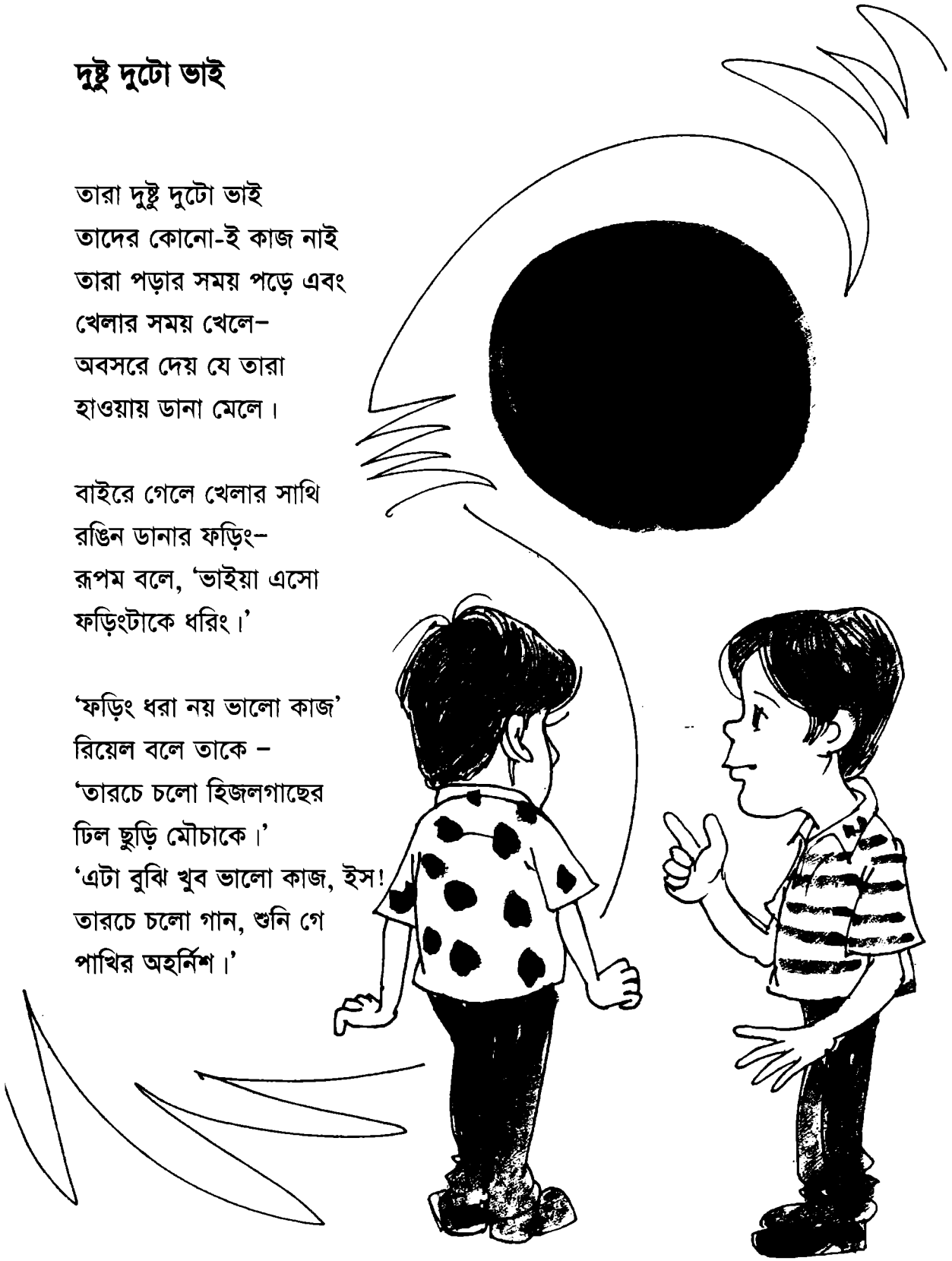

www.amarboi.org

জন্মদিনের খুশিতে

জন্মদিনের খুশিতে এক মেয়ে
সবার সাথে উঠলো কোরাস গেয়ে
ওম্মা! সে কী হাসিতে আটখানা
আন্টি বলেন–
হাসতে কী ওর মানা?

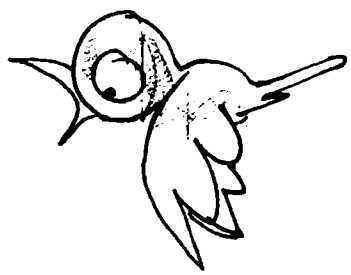

হাসবেই তো প্রাণ খুলে সে
নাচবেই তো আজ,
দূর আকাশে হারিয়ে যাবে
ফেলেই সকল কাজ।

সে আছে কী পিচ্চি খুকি বলো?
বুকজুড়ে ওর স্বপ্ন টলোমলো।
স্বপ্নপাখায় উড়াল দেবে দূরে
হারিয়ে যাবে অথই সমুদ্দুরে।
তোমরা কেন ছোটই ভাবো তাকে
সে তো বুকে স্বপ্ন বুনে রাখে
স্বপ্নগুলো দেয় ছড়িয়ে আলো
জন্মদিনের এই খুশিতে
মোমবাতি-ধূপ জ্বালো।

www.amarboi.org

পাখি ও নদী

যেই পাখিটা হারিয়ে গেছে
সেই পাখিটা আমার ছিলো
যেই নদীটা শুকিয়ে গেছে
সেই নদীটা আমার ছিলো

যেই পাখিটা হারিয়ে গেছে
সেই পাখিটা কই–
সেই পাখিটা তেমন কেনো
করে না হইচই
সেই পাখিটা গায় না কেনো গান,
কেউ কি জানো সেই পাখিটার
কিসের অভিমান?

যেই নদীটা শুকিয়ে গেছে
দেয় না ঢেউয়ের দোল,
ঝড়ো হাওয়ায় ঢেউ তোলে না
হয় না সে উতরোল
সেই নদীটার নেই কেনো সেই ঢেউ,
তোমরা জানো সেই নদীটার
গোপন কথা কেউ?

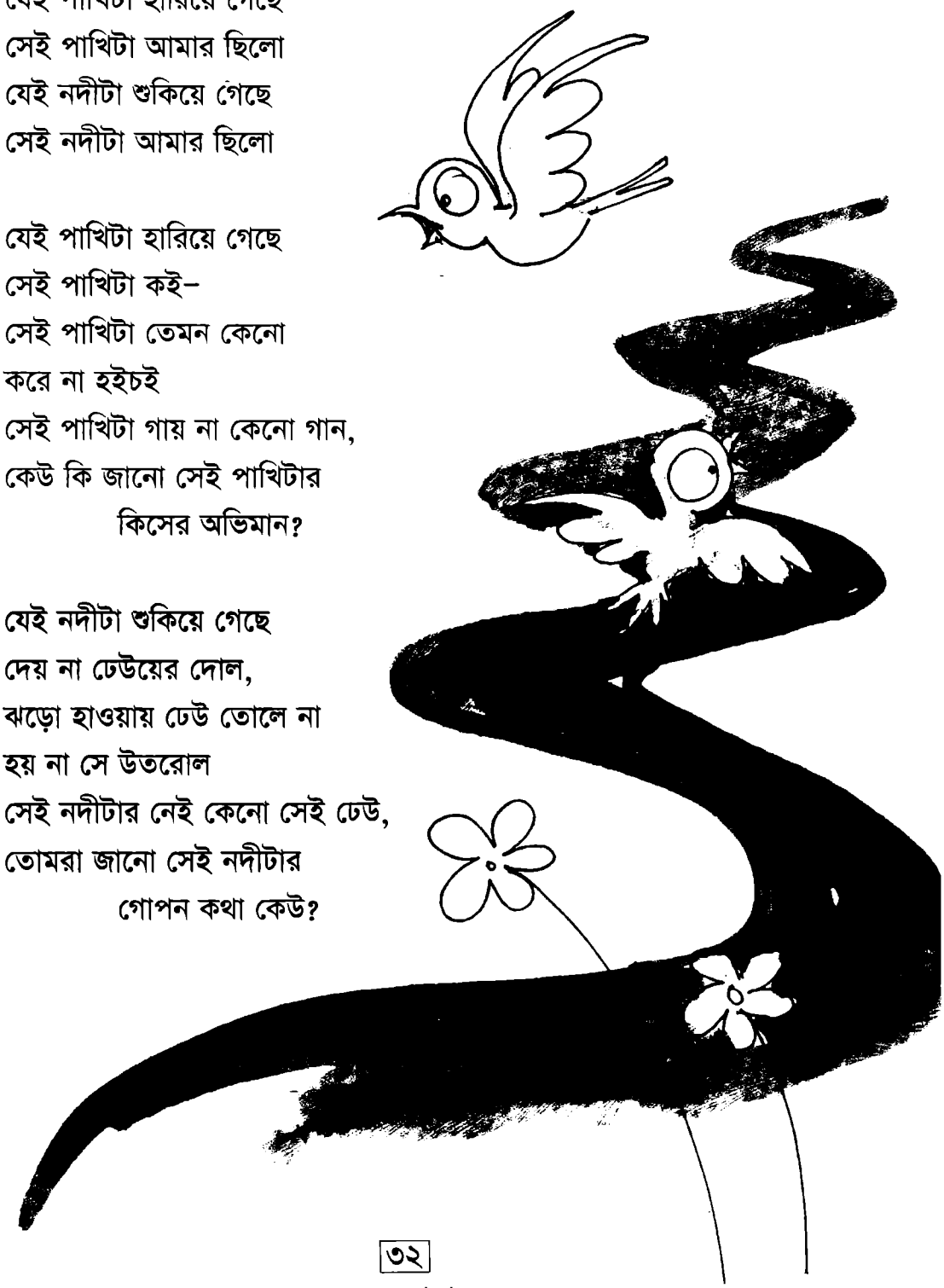

www.amarboi.org

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।
ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।